ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম

প্রস্তুতকারীঃ

ডাঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

কনসালটেন্ট

ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল, কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম

রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

E-mail: drmujib.rahman@gmail.com

কন্টাক্ট নাম্বার : ০১৭১৩ ২০০৩০৮

স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষকদের করণীয়ঃ

স্বাস্থ্য পরীক্ষা পূর্ববর্তী:

১. স্বাস্থ্য পরীক্ষার ৩টি মূল বিষয় যেমন- ওজন, উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা (গাইড লাইন)।

২. স্বাস্থ্য পরীক্ষার পূর্বে ওজন মেশিন, আইচার্ট, উচ্চতা মাপার স্কেল/ফিতা, স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফরম সংগ্রহ করে রাখা (গাইড লাইন)।

৩. স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফরমে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম লিপিবদ্ধ করা (ফরম)।

৪. ক্ষুদে ডাক্তার কিভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে সে বিষয়ে টীমের প্রত্যেককে হাতে কলমে শিক্ষা বা নির্দেশনা দেওয়া (গাইড লাইন)।

৫. স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাস্তবায়নে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তদারকি ।

কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এবং সপ্তাহ পালনে শিক্ষকদের দায়িত্বঃ

১. ক্ষুদে ডাক্তার টীম -এর মাঝে কৃমির ক্ষতিকর দিকসমূহ পাঠ্য বই বা সরবরাহকৃত ”ফ্লীপ চার্ট” অনুসরনে অবহিত করা।

২. ক্ষুদে ডাক্তার টীম দ্বারা প্রতি ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে এ বিষয়ে অবহিত করানো।

৩. ক্ষুদে ডাক্তার টীম দ্বারা এসেম্বলীর সময় সকল শিক্ষার্থীদেরকে কৃমি নাশক ঔষধ সেবনে অনুপ্রাণিত হবার ঘোষনা দেয়া।

৪. সপ্তাহ শুরুর পূর্বেই শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয় বহির্ভূত সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের নাম তালিকা ” কৃমি রেজিষ্ট্রেশন ফরম”এ হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করা।

৫. ক্ষুদে ডাক্তারদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয় বহির্ভূত সমবয়সী অন্যান্য শিশুদেরকেও তালিকা অনুযায়ী নাম ডেকে ডেকে কৃমি নাশক ঔষধ সেবন করানো।

৬. বিদ্যালয় বহির্ভুত শিক্ষার্থীদের কৃমি নাশক ঔষধ সেবনের জন্য বিদ্যালয়ে ”বিদ্যালয় বহির্ভুত শিক্ষার্থীদের কৃমি নাশক ঔষধ সেবন কর্ণার” খোলার ব্যবস্থা করা।

৭. সপ্তাহ শেষে ক্ষুদে ডাক্তার টীম দ্বারা ঔষধ সেবন তথ্য রিপোর্ট প্রস্তুত কারনোর ব্যবস্থা গ্রহন।

কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এবং সপ্তাহ পালনে ক্ষুদে ডাক্তারদের দায়িত্ব:

১.কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ শুরুর পূর্বে ফ্লীপচার্ট থেকে নির্ধারিত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে কৃমির সংক্রমণ, ক্ষতিকর দিক ও প্রতিকার সম্পর্কে বার্তা পড়ে শোনানো ।

২.এসেম্বলী করার সময় . কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ শুরুর আগাম ঘোষনা দেয়া এবং স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া সমবয়সী শিশুসহ সকল ছাত্র-ছাত্রীর ভরা পেটে উপস্থিতির ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

৩. কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ শুরুর পূর্বে সকল ছাত্র-ছাত্রীর শ্রেণীভিত্তিক তালিকা তৈরী করা (হাজিরা খাতা অনুযায়ী)

৪.কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহে কৃমিনাশক ঔষধ সেবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ (নাম তালিকা,.পানি, কৃমি নাশক বড়ি সহ)।

৫.ঔষধ সেবনে কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা শ্রেণী বা গাইড শিক্ষকের দৃষ্টিগোচর করণ বা অবহিত করণ।

৬.কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ শেষে রিপোর্ট প্রস্তত করে গাইড শিক্ষকের কাছে হস্তান্তর করণ।

ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রমে শ্রেণী শিক্ষক বা গাইড শিক্ষকদের করণীয় ঃ

১. কোন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণে এখনও ক্ষুদে ডাক্তার টীম গঠণ হয়ে না থাকলে তাৎক্ষনিক ভাবে বা বছরের শুরুতেই ক্ষুদে ডাক্তার টীম গঠণ নিশ্চিত করা।

২. প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিয়ে ক্ষুদে ডাক্তার টীম গঠণ নিশ্চিত করা।

৩. গঠিত ক্ষুদে ডাক্তার টীমকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিভিন্ন কৌশল ও গুরুত্বসমূহ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. প্রতি শ্রেণী বা সেকশনের জন্য ৩ জনের একটি করে ক্ষুদে ডাক্তার টীম কাজ করবে এবং প্রত্যেক টীমকে পরিচালনার জন্য একজন শ্রেণী শিক্ষক "গাইড শিক্ষক" এর ভুমিকা পালন করবেন।

৬. স্বাস্থ্য পরীক্ষার ৩টি মূল বিষয় যেমন- ওজন, উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি পরিমাপ সম্পর্কে জানা।

৭. স্বাস্থ্য পরীক্ষার পূর্বে ওজন মেশিন, আইচার্ট, উচ্চতা মাপার স্কেল/ফিতা, স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফরম সংগ্রহ করে রাখা।

৮. স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফরমে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ক্লাসের হাজিরা খাতা অনুসরণ করে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা।

৯. ক্ষুদে ডাক্তার কিভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে সে বিষয়ে টীমের প্রত্যেককে হাতে কলমে শিক্ষা এবং নির্দেশনা দেয়া।

১০. স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাস্তবায়নে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া।

১১. স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর ক্ষুদে ডাক্তার টীমকে লিখিত প্রতিবেদন তৈরীতে সাহায্য করা যেমন-

১২. শ্রেণীভিত্তিক মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী,

১৩. কতজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে,

১৪. অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শ্রেণীভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নির্ণয় ও প্রতিকার বিষয়ে গাইড শিক্ষককে অবহিত করণ ।

১৫. সংশ্লিষ্ট গাইড শিক্ষক কর্তৃক ঐ অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর অভিভাবককে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে উপদেশ দেয়া।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ক্ষুদে ডাক্তারদের করণীয়ঃ

১. বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য

২. স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরুর ২/৩ দিন পূর্বে প্রত্যেক ক্ষুদে ডাক্তার টীম যার যার নির্ধারিত ক্লাসে উপস্থিত হয়ে আগাম ঘোষণা দিবে।

৩. ক্ষুদে ডাক্তার কিভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে প্রয়োজনে তা গাইড শিক্ষকদের নিকট থেকে শিখে অনুশীলন করবে।

৪. শ্রেণীভিত্তিক সকল ক্ষিার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করবে।

৫. স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর প্রতিবেদন প্রস্তুত করন যেমন-

- শ্রেণীভিত্তিক মোট কতজন শিক্ষার্থী
- কতজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে
- অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ণয়

৬. অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিক্ষার্থীর তথ্য গাইড শিক্ষককে অবহিত করণ।